বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্মচারী ঋণ নীতিমালা, ২০২৩

বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষে কর্মরত কর্মচারীগণের আবাসন সহায়তাকল্পে, কম্পিউটার/ল্যাপটপ ক্রয় অথবা (৬) মোটরসাইকেল ক্রয় অথবা ঋণের লক্ষ্যে একটি নীতিমালা প্রয়োজন বিবেচনায় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক 'বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্মচারী ঋণ নীতিমালা, ২০২৩' প্রণয়ন করা হল।

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।- (১) এ নীতিমালা 'বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্মচারী ঋণ নীতিমালা, ২০২৩' নামে অভিহিত হবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

২। সংজ্ঞা।- (১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী না হলে, এ নীতিমালায়-

(ক) **'গৃহনির্মাণ ঋণ'** অর্থ বাড়ি (আবাসিক) নির্মাণের জন্য একক ঋণ, জমিসহ তৈরি বাড়ি ক্রয়ের জন্য একক ঋণ, জমি ক্রয়সহ বাড়ি (আবাসিক) নির্মাণের জন্য গ্রুপভিত্তিক ঋণ, বাড়ি (আবাসিক) নির্মাণের জন্য গ্রুপভিত্তিক ঋণ এবং ফ্ল্যাট নির্মাণ বা ক্রয়ের জন্য ঋণ;

(খ) **'কর্মচারী'** অর্থ বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষে স্থায়ীভাবে কর্মরত যে কোনো গ্রেডভুক্ত কর্মচারী;

(গ) **'কর্তৃপক্ষ'** অর্থ বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ (২০১০ সনে ১২ নং আইন) এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ;

(ঘ) **'ঋণগ্রহীতা'** অর্থ বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষে স্থায়ী পদের বিপরীতে কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বছর স্থায়ীভাবে কর্মরত একজন কর্মচারী যিনি, এ নীতিমালার আওতায় ঋণ গ্রহন করেছেন;

(ঙ) **'পরিবার'** অর্থ কোনো সদস্যের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তি/ব্যক্তিবৃন্দ, স্ত্রী/স্বামী, সন্তান, পিতা-মাতা, অবিবাহিত বোন, নাবালক ভাই এবং মৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী বা স্ত্রীগণ ও সন্তানগণকে বুঝাবে।

(২) এ নীতিমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা দেওয়া হয় নি, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন ২০১০ এবং এর অধীনে প্রণীত বিধি ও প্রবিধানমালায় যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, সে অর্থ প্রযোজ্য হবে।

৩। ঋণের প্রকার

(ক) জমি ক্রয় / তৈরী বাড়ি/ফ্ল্যাট ক্রয়

(গ) কম্পিউটার/ল্যাপটপ ক্রয়

(ঘ) মোটরসাইকেল ক্রয়

ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা।— ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে নিম্নলিখিত যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে: (ক) এ নীতিমালার ২(১)(খ) এবং ২(১)(ঘ) অনুযায়ী যোগ্যতাসম্পন্ন আবেদনকারী হতে হবে;

(খ) ঋণের জন্য আবেদনকারীর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উক্ত কর্মচারীর পিআরএল এ গমনের ৭ (সাত) বছর পূর্ব পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা যাবে।

তবে শর্ত থাকে যে, অবসর গ্রহণের প্রাক্কালে ঋণের অর্থ অপরিশোধিত থাকলে তা সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর আনুতোষিক/মাসিক পেনশন/ভবিষ্যৎ তহবিল হতে সমন্বয় করা হবে-মর্মে ঋণ গ্রহণকারীকে অঙ্গীকারনামা প্রদান করতে হবে;

(গ) আদালত/বিভাগীয় মামলায় অভিযুক্ত কোনো কর্মচারী অভিযোগ অনিষ্পন্ন থাকা অবস্থায় কোনোরূপ ঋণ পাওয়ার যোগ্য হবেন না;

(ঘ) কর্তৃপক্ষ থেকে গৃহীত ঋণ সম্পূর্ণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত কোনো ঋণ বা অর্থ প্রদান করা যাবে না;

(ঙ) ২য় বার ঋণ মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে ঐ অর্থবছরে ১ম বারের ঋণের আবেদনকারীগণের ঋণ মঞ্জুরের পর দ্বিতীয় আবেদনকারীর/গণের ঋণ আবেদন মঞ্জুর করা হবে।

12 FEB 2024

৪। তহবিলের উৎস।— বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন ২০১০ এর ১৬(১) এর অধীন গঠিত কর্তৃপক্ষের তহবিল হতে কর্মচারীদের ঋণ প্রদান করা হবে।

৫। ঋণ মঞ্জুরীর জন্য সুপারিশ কমিটি।— (১) এ নীতিমালার আলোকে ঋণ মঞ্জুরীর জন্য নিম্নরূপভাবে সুপারিশ কমিটি গঠিত হবে-

(ক)	সদস্য (প্রশাসন)	আহবায়ক
(খ)	কর্তৃপক্ষের একজন সদস্য (কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
(গ)	কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক (প্রশাসন)	সদস্য
(ঘ)	কর্তৃপক্ষের ৯ম বা তদুর্ধ গ্রেডের কর্মচারীদের মধ্য হইতে একজন প্রতিনিধি	সদস্য
(ঙ)	কর্তৃপক্ষের পরিচালক (প্রশাসন)	সদস্য-সচিব

(২) অনুচ্ছেদ ৩(১) বর্ণিত কমিটিতে ঋণের জন্য আবেদনকারী কর্মচারী অন্তর্ভূক্ত হতে পারবেন না। উল্লেখ্য, কমিটির ৫ (পাঁচ) জন সদস্যের মধ্যে ৩ (তিন) জন সদস্য উপস্থিত থাকলে কোরাম পূর্ণ হবে।

৬। ঋণ মঞ্জুরীর সাধারণ নিয়মাবলী: কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত ব্যাংকে আবেদনকারীর একটি ব্যাংক হিসাব থাকতে হবে। উক্ত হিসাবের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার বেতন/ভাতা/পেনশন এবং ঋণ বিতরণ ও আদায় সংক্রান্ত সমুদয় কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

(১) ঋণের অর্থ মঞ্জুরী সংশ্লিষ্ট খাতে কর্তৃপক্ষের বার্ষিক বাজেট বরাদ্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

(২) যথাযথ পদ্ধতি (Due diligence) অনুসরণ করে কর্তৃপক্ষ কর্মচারীদের ঋণ প্রক্রিয়াকরণ এবং মঞ্জুর করবে।

(৩) এ নীতিমালার আওতায় যেকোনো ঋণের সুদের হার হবে সর্বোচ্চ ৪% সরল সুদ তবে কর্তৃপক্ষ সময়ে সময়ে এই হার পরিবর্তনের অধিকার সংরক্ষন করে। তবে শর্ত থাকে যে, পুরাতন ঋণগ্রহীতার ক্ষেত্রে প্রদত্ত ঋণের অনাদায়ী কিস্তিসমূহের উপর এ হার প্রযোজ্য হবে না।

(৪) প্রাপ্ত আবেদনসমূহের তারিখ বিবেচনায় নিয়ে তালিকার ক্রম অনুযায়ী কর্মচারীগণের অনুকূলে ঋণ মঞ্জুর করা হবে।

(৫) ঋণগ্রহীতার কর্তৃক Home Loan Insurance নেয়া হলে সে ক্ষেত্রে প্রিমিয়াম ঋণগ্রহীতা বহন করে।

(৬) অপ্রতুল বাজেট বরাদ্দের কারণে সকল আবেদনপত্র বিবেচনা করা সম্ভব না হলে, জমাকৃত আবেদনপত্র পরবর্তী অর্থবছরের তালিকার শুরু হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

(৭) কোনো কর্মচারী ঋণ আদায়ের নির্ধারিত হারের চেয়েও স্বেচ্ছায় অধিক হারে অগ্রিম কিস্তি পরিশোধ করতে পারবে।

(৮) বিনা বেতনে ছুটিতে থাকাকালীন কিস্তির টাকা নগদ অর্থে পরিশোধ করতে হবে। যদি কোনো কর্মচারী এরুপ কিস্তির টাকা নগদ অর্থে পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তবে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী বিনা বেতনে ছুটিতে থাকাকালীন বকেয়া কিস্তির টাকা ছুটি শেষে যোগদানের পরে প্রদানযোগ্য ভাতা/পাওনাদি হতে এককালীন আদায় করা হবে।

(৯) গৃহীত ঋণ পরিশোধের পূর্ব পর্যন্ত কর্মচারীর জিপিএফ/সিপিএফ কর্তৃপক্ষের নিকট দায়বদ্ধ থাকবে। সম্পূর্ণ ঋণ (সুদসহ) পরিশোধের পর কর্মচারী দায়মুক্তভাবে গ্রাচুইটি/সিপিএফ এর অর্থ উত্তোলন করতে পারবে।

(১০) কর্তৃপক্ষ থেকে উত্তোলিত ঋণের সুদসহ মাসিক কিস্তি কর্মচারীর মাসিক বেতন হতে কেটে রাখা হবে।

(১১) যে কোনো ঋণের আবেদনপত্রের সাথে তফসিল-১ অনুযায়ী ঘোষণাপত্র ও তফসিল-২ অনুযায়ী অঙ্গীকারনামা দাখিল করতে হবে।

(১২) সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধের পূর্বে ঋণগ্রহীদের মৃত্যু হলে অথবা অন্য কোনো কারণে ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে কর্তৃপক্ষ হতে তাঁর প্রাপ্য অর্থ থেকে জমা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

(১৩) যদি ঋণগ্রহীতার প্রাপ্য অর্থ দ্বারা সম্পূর্ণ ঋণ আদায় নিশ্চিত না হয়, সেক্ষেত্রে জামিনদার/উত্তরাধিকারী (গণ) অপরিশোধিত অর্থ পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবেন।

মোহাম্মদ জয়নুল বারী
চেয়ারম্যান
বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ

12 FEB 2024

(১৪) ঋণগ্রহীতার ফ্ল্যাটের বিপরীতে যদি Home Loan Insurance গ্রহন করা থাকে সেক্ষেত্রে মৃত ঋণগ্রহীতার অনাদায়ী ঋণ বীমা কোম্পানী থেকে আদায় সাপেক্ষে ঋণগ্রহীতার বৈধ উত্তরাধিকারীর কাছে ফ্ল্যাটের কাছে দলিলাদি বুঝিয়ে দেয়া হবে।

(১৪) জামিনদার/উত্তরাধিকারী (গণ) ঋণগ্রহীতার অপরিশোধিত অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হলে সরকারি পাওনা আদায় আইন, ১৯১৩ অনুযায়ী অপরিশোধিত অর্থ আদায় করা যাবে।

৭। ঋণের সুদ মওকুফ: (১) ঋণগ্রহীতা চাকরিরত অবস্থায় অক্ষমতাজনিত কারণে অবসরগ্রহণ বা মৃতুবরণ করলে তার বা তার পরিবারের আবেদনের প্রেক্ষিতে অপরিশোধিত আসলের উপর সুদ মওকুফের বিষয়টি কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করতে পারেন।

(২) চাকরিচ্যুত বা অপসারণ বা স্বেচ্ছায় চাকরি ছেড়ে দেয়া কর্মচারীর ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ৭(১) প্রযোজ্য হবে না।

(ক) গৃহনির্মাণ ঋণ:

১। গৃহ নির্মাণ ঋণের ক্ষেত্রে কর্মচারীদের গ্রেড ও স্থান ভেদে সিলিং।— (১) কর্মচারীগণের গ্রেড ও স্থান ভেদে নিম্নরূপ সিলিং করা হলো-

লক্ষ টাকা

ক্রমিক নং	জাতীয় বেতন স্কেল, ২০১৫	প্রযোজ্য সিলিং		
		সকল সিটি কর্পোরেশন/মেট্রোপলিটন এলাকা/বিভাগীয় শহর/পুরনো জেলা শহর/সাভার পৌরসভা ও রাজউক অনুমোদিত এলাকা	নতুন জেলা সদর/ ক্যান্ট: বোর্ড	থানা/পৌরসভা এবং নাগরিক সুবিধা সম্পন্ন এলাকা
০১	০২	০৩	০৪	০৫
১	৪৩০০০-৬৯৮৫০/- ও তদূর্ধব স্কেলের কর্মচারী (৫ম গ্রেড ও তদূর্ধ্ব স্কেলের)	৬৫.০০	৫৫.০০	৫০.০০
২	৩৫৫০০-৬৭০১০/-, ২৯০০০-৬৩৪১০, ২৩০০০-৫৫৪৭০/- ও ২২০০০-৫৩০৬০/- এর কর্মচারী (৬ষ্ঠ গ্রেড থেকে ৯ম গ্রেড)	৫২.০০	৪৮.০০	৪৫.০০
৩	১৬০০০-৩৮৬৪০/- এর কর্মচারী (১০ম গ্রেড)	৩৭.০০	৩৩.০০	৩০.০০
৪	১২৫০০-৩০২৩০/-, ১১৩০০-২৭৩০০/-, ১১০০০-২৬৫৯০/- ও ১০২০০-২৪৬৮০/- এর কর্মচারী (১১তম গ্রেড থেকে ১৪তম গ্রেড)	২৪.০০	২১.০০	১৮.০০
৫	৯৭০০-২৩৪৯০/-, ৯৩০০-২২৪৯০/- ও ৯০০০-২১৮০০/- এর কর্মচারী (১৫তম গ্রেড থেকে ১৭তম গ্রেড)	২১.০০	১৮.০০	১৫.০০
৬	৮৮০০-২১৩১০/-, ৮৫০০-২০৫৭০/- ও ৮২৫০-২০০১০/- এর কর্মচারী (১৮তম গ্রেড থেকে ২০তম গ্রেড)	১৯.০০	১৬.০০	১৩.০০

(২) অনুচ্ছেদ ১ এ উল্লিখিত সিলিংসমূহ কর্তৃপক্ষ সময়ে সময়ে পুনঃনির্ধারণ করতে পারবে।

২। গৃহনির্মাণ ঋণ প্রাপ্তির শর্ত।— গৃহনির্মাণ ঋণের ক্ষেত্রে- (১) এ নীতিমালার আওতায় কর্তৃপক্ষের একজন কর্মচারী দেশের যেকোনো এলাকায় গৃহনির্মাণের উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন;

(২) ঋণ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত ভূমির সরকারি মৌজা মূল্য এবং ক্রয়কৃত দলিল মূল্যের মধ্যে যেটি কম, এবং বাড়ি বা ফ্ল্যাটের ক্ষেত্রে গণপূর্ত অধিদপ্তর (পিডব্লিউডি) কর্তৃক নির্ধারিত রেট সিডিউল অনুযায়ী মূল্য অথবা প্রাপ্য সিলিং এর মধ্যে যেটি কম সে পরিমাণ গৃহনির্মাণ ঋণ গ্রহণ করা যাবে;

(৩) ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে ভবনের নকশা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে;

(৪) ঋণ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত ভূমি বা বাড়ি বা ফ্ল্যাট সম্পূর্ণ দায়মুক্ত হতে হবে;

মোহাম্মদ জয়নুল বারী
চেয়ারম্যান
12 FEB 2024

(৫) ঋণের ক্ষেত্রে একজন কর্মচারী সমগ্র চাকরি জীবনে সর্বোচ্চ ০২ (দুই) বার এ ঋণ পেতে পারেন, তবে একাধিক বাড়ি নির্মাণ/একাধিক বাড়ি সম্প্রসারণ/একাধিক জমি ক্রয়/একাধিক বাড়ি ক্রয়/একাধিক ফ্ল্যাট ক্রয়ের জন্য ঋণ পাওয়ার যোগ্য হবেন না। প্রথমবারে গৃহীত গৃহনির্মাণ ঋণ সুদসহ সমুদয় অর্থ পরিশোধের পরেই কেবল ২য় বারের ঋণ মঞ্জুরীর আবেদন বিবেচনাযোগ্য হবে;

(৬) কর্মচারীর নিজ নামে কিংবা তার স্ত্রী বা স্বামীর নামে কিংবা স্বামী-স্ত্রীর যৌথনামে নির্ধারিত স্থানে নির্ধারিত পরিমাণ জমি থাকলে তার উপর বাড়ি নির্মাণের জন্য বা তৈরী বাড়ি/ফ্ল্যাট ক্রয় করার জন্য ঋণের আবেদনের যোগ্যতা অর্জন করবেন। এ ক্ষেত্রে কর্মচারী যদি এককভাবে জমির মালিক না হন তবে জমির মালিককে (স্বামী/স্ত্রী) ঋণের জামিনদার হতে হবে।

৩। গৃহনির্মাণ ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া।— (১) গৃহনির্মাণ ঋণ গ্রহণে ইচ্ছুক আবেদনকারীর আবেদনের প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ এ নীতিমালা অনুযায়ী ঋণ মঞ্জুরীর জন্য সুপারিশ কমিটি'র প্রস্তাবনা বিবেচনায় নিয়ে কর্তৃপক্ষ গৃহনির্মণ ঋণ অনুমোদন করবে এবং ঋণ পরিশোধের চূড়ান্তকৃত সিডিউল প্রস্তুত করবে।

(৩) গৃহ নির্মাণ ঋণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে জমিসহ তৈরি বাড়ি ক্রয় এবং ফ্ল্যাটের ক্রয় মূল্যের সাথে রেজিস্ট্রেশন ফি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

(৪) গৃহ ঋণের জন্য কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত ফরম-ক অনুযায়ী আবেদন করতে হবে এবং সে সংক্রান্ত কপি আবেদনপত্রের সাথে জমা দিতে হবে।

৪। গৃহনির্মাণ ঋণ কার্যক্রমের নিয়মাবলী।— (ক) জমি ক্রয় ও বাড়ি নির্মাণ: (১) গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে জমি ক্রয় ও ভূমি উন্নয়নের জন্য সকল সিটি কর্পোরেশন/মেট্রোপলিটান এলাকা/বিভাগীয় শহর/পুরানো জেলা শহর/সাভার পৌরসভা ও রাজউক অনুমোদিত এলাকার জন্য প্রাপ্য সিলিং এর ৫০% প্রথম দফায় মঞ্জুর করা যাবে। অন্যান্য এলাকার জন্য জমি ক্রয় ও ভূমি উন্নয়নের সিলিং হবে ৪০%। দ্বিতীয় দফায় নির্মাণ খাতে অবশিষ্ট প্রাপ্য সিলিং এককালীন মঞ্জুর করা যাবে। নির্মাণাধীন ফ্ল্যাটের ক্ষেত্রে একাধিক কিস্তিতে এই ঋণ মঞ্জুর করা যাবে।

(২) ব্যাংক ঋণের আওতায় বাড়ি সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে মোট প্রাপ্য সিলিং হতে পূর্বে গৃহীত ঋণ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট প্রাপ্য সিলিং মঞ্জুর করা যাবে;

(৩) নিজস্ব উদ্যোগে ক্রয়কৃত/প্রাপ্ত জমিতে বাড়ি নির্মাণের জন্য প্রাপ্য সিলিং অনুসারে ঋণ মঞ্জুর করা যাবে। এ ক্ষেত্রে ভূমি উন্নয়নের প্রয়োজন হলে প্রকৃত প্রাক্কলিত ব্যয়ের সমপরিমাণ টাকা প্রথম দফায় মঞ্জুর করা যাবে। তবে এলাকা নির্বিশেষে তা প্রাপ্য সিলিংয়ের ৪০% এর অধিক হবে না। পরবর্তী দফায় সদব্যবহার নিশ্চিত করে নির্মাণ কাজের জন্য প্রাপ্য অবশিষ্ট সিলিং এককালীন মঞ্জুর করা যাবে। এছাড়া নির্মাণ উপযোগী জমিতে নির্মাণ কাজ করার জন্য প্রাপ্য সিলিং এককালীন মঞ্জুর করা যাবে।

(খ) তৈরী বাড়ি/ফ্ল্যাট ক্রয়: (১) তৈরী বাড়ি/ফ্ল্যাট ক্রয়ের উদ্দেশ্যে প্রথম দফায় বায়না করার জন্য অনুচ্ছেদ-ক এর ৪(ক)(১) নম্বর অনুসারে ঋণ মঞ্জুর করা যাবে;

(২) নির্মিত বাড়ি বা ফ্ল্যাট ক্রয়ের জন্য ঋণের ক্ষেত্রে, বিক্রেতার মালিকানা বা অন্যবিধ স্বত্ব সম্পর্কিত দলিল এবং বিক্রয়ের শর্তাবলি সম্বলিত কাগজপত্র প্রসপেকটাসসহ আবেদনপত্রের সাথে জমা দিতে হবে। উক্ত দলিল ও কাগজপত্র পরীক্ষাপূর্বক বিক্রেতার মালিকানা বা অন্যবিধ শর্ত সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে বিক্রয়ের শর্তাবলি পর্যালোচনান্তে উহা গ্রহণযোগ্য হলে কর্তৃপক্ষ ঋণ মঞ্জুর করবে। তবে অনুরূপ মঞ্জুরীর পূর্বে কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন প্রয়োজন মনে করলে নিজস্ব কমিটি দ্বারা প্রচলিত নিয়মে সংশ্লিষ্ট বাড়ি/ফ্ল্যাটের মূল্য নিরূপণ করবে;

(৩) তৈরী বাড়ি/ফ্ল্যাট ক্রয় ঋণের ক্ষেত্রে যারা তৈরী বাড়ি ক্রয় করবেন তারা বাড়ি সম্প্রসারণ এবং যারা ফ্ল্যাট ক্রয় করবেন তারা পরবর্তীতে ঋণ গ্রহণের ন্যূনতম ০২ (দুই) বছর পর বাড়ি/ফ্ল্যাটের সংস্কার/রক্ষণাবেক্ষণ/রেনুভেশনের লক্ষ্যে প্রাপ্য সিলিং-এর ২৫% ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন। তবে শর্ত থাকে যে প্রাপ্য সিলিং এর অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করা যাবে না।

(গ) গ্রুপ ঋণের আওতায় গৃহ নির্মাণ ঋণ: (১) গ্রুপের সদস্য সংখ্যা সর্বনিম্ন ০২ (দুই) জন হতে সর্বোচ্চ ২০ (বিশ) জন হতে পারবে। তাঁদেরকে অবশ্যই গৃহ নির্মাণ ঋণের মঞ্জুরীর জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে;

(২) সকল সিটি কর্পোরেশন এবং বিভাগীয় শহরে বাড়ি করার উপযোগী জমির মূল্য তুলনামূলকভাবে বেশী হওয়ায় গ্রুপভিত্তিক জমি ক্রয় ও বাড়ি নির্মাণের জন্য ঋণ মঞ্জুর করা যাবে।

মোহাম্মদ জয়নুল বারী
চেয়ারম্যান
বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ
12 FEB 2024

(৩) সাধারণভাবে গ্রেডভিত্তিক গ্রুপ করা যাবে। তবে ইচ্ছা করলে উর্ধ্বতন সিলিংভূক্ত কোনো গ্রেডের কর্মচারীর সাথে নিম্নতর সিলিংভুক্ত গ্রেডের কোনো কর্মচারী অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন। তবে এরূপ ক্ষেত্রে নিজ নিজ প্রাপ্য সিলিং অনুযায়ী ঋণ প্রাপ্য হবেন।

(৪) ঋণ প্রাপ্তির যোগ্য নয় এমন সদস্য নিয়ে গ্রুপ গঠন করলে গ্রুপে গৃহ ঋণ মঞ্জুরীর কোনো সুযোগ থাকবে না;

(৫) গ্রুপের সদস্যদের মধ্যে ফ্লোর বন্টনের বিষয়ে চুক্তি সম্পাদন করতে হবে যার আইনগত গ্রহণযোগ্যতা থাকতে হবে। কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করারর সময় আবেদনপত্রের সাথে এ চুক্তির কপি প্রদান করতে হবে;

(৬) নির্মাণ ঋণ বিতরণের পূর্বে প্রস্তাবিত ফ্ল্যাটের ডিজাইন ও প্ল্যান কোনো অনুমোদিত প্রকৌশলী প্রতিষ্ঠান/স্থাপত্য প্রতিষ্ঠান বা প্রকৌশলী/স্থাপত্যবিদকে দিয়ে প্রস্তুত করতে হবে। এ প্ল্যান রাজউকের আওতাধীন এলাকার জন্য রাজউক ও রাজউক এর বহির্ভূত এলাকার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদনসহ কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদনপত্রের সাথে জমা দিতে হবে;

(৭) ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে গ্রুপের সদস্যগণ এককভাবে/ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন; এক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত ঋণ পরিশোধের চূড়ান্ত সিডিউলের নির্ধারিত কিস্তি অনুসারে গ্রুপের সদস্যগণ এককভাবে/ব্যক্তিগতভাবে ঋণের কিস্তি পরিশোধ করবেন;

(৮) নির্মাণ কাজ চলাকালীন গ্রুপের কোনো সদস্য মৃত্যুবরণ করলে এবং তাঁর পরিবার নির্মাণ কাজে অনীহা প্রকাশ করলে তাঁর পরিবর্তে ঋণের দায়সহ নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। তবে ঋণগ্রহীতার পরিবার গ্রুপে থাকতে ইচ্ছুক হলে থাকতে পারবেন এবং ঋণের দায় ঋণগ্রহীতার পরিবারের উপর বর্তাবে।

৫। গৃহ নির্মাণ ঋণের প্রয়োজনীয় দলিলাদি: (১) মূল দলিল/ মূল দলিলের Certified copy, নামজারী, খতিয়ান, ডিসিআর এবং হালনাগাদ খাজনার কপি জমা দিতে হবে।

(২) মেট্রোপলিটন ও পার্শ্ববর্তী এলাকা বা এর বাইরে থানা বা উপজেলা সদর/পৌরসভা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত জমির মূল্য নির্ধারণ সনদ (Valuation Certificate)-এর কপি জমা দিতে হবে।

(৩) ওয়ারিশ সূত্রে প্রাপ্ত জমির ক্ষেত্রে ওয়ারিশ সনদ এবং বাটোয়ারা দলিলের মূল কপি/ মূল দলিলের Certified copy জমা দিতে হবে।

(৪) জমি/বাড়ি/ফ্ল্যাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে জমির চৌহদ্দি/তফসিল দাখিল করতে হবে।

(৫) বাড়ি নির্মাণ/সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে লে-আউট প্ল্যান ও সম্ভাব্য ব্যয় দাখিল করতে হবে।

(৬) প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চাহিত অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্টস দাখিল করতে হবে।

৬। গৃহনির্মাণ ঋণের জামানত: গৃহনির্মাণ ঋণের ক্ষেত্রে: (১) জমির অংশসহ নির্মিত ফ্ল্যাট/গৃহের মূল দলিলাদি, ঋণের সমপরিমাণ অর্থের ঋণগ্রহীতার স্বাক্ষরিত চেকসহ আনুষঙ্গিক অন্যান্য মূল কাগজাদি নিরাপত্তা জামানত হিসেবে কর্তৃপক্ষে বন্ধক থাকবে। যথাযথ প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ ঋণ (সুদসহ) পরিশোধের পর বন্ধকী কাগজাদি ফেরৎযোগ্য হবে এবং নির্মিত ফ্লাট/গৃহ জমিসহ দায়মুক্ত হবে;

(২) ঋণগ্রহীতার স্ত্রী/স্বামী মূল জিম্মাদার হবেন।

৭। গৃহনির্মাণ ঋণ পরিশোধের মেয়াদ; গৃহ নির্মাণ ঋণের ক্ষেত্রে: (১) ঋণ পরিশোধের মেয়াদ হবে সর্বোচ্চ ২০ বছর;

(২) ঋণের প্রথম কিস্তির অর্থ প্রাপ্তির সর্বোচ্চ ০১ (এক) বছর পর এবং তৈরি বাড়ি ও ফ্ল্যাট ক্রয়ের ক্ষেত্রে ঋণের অর্থ প্রাপ্তির সর্বোচ্চ ০৬ (ছয়) মাস পর ঋণগ্রহীতা কর্তৃক মাসিক ঋণ পরিশোধের কিস্তি আরম্ভ হবে বা ঋণগ্রহীতার আবেদনের প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ ঋণ পরিশোধের কিস্তি আরম্ভ করার তারিখ নির্ধারণ করতে পারবে।

12 FEB 2024

মোহাম্মদ জয়নুল বারী

(খ) কম্পিউটার/ল্যাপটপ ঋণ:

১। কম্পিউটার/ল্যাপটপ ঋণের সিলিং।— কম্পিউটার/ল্যাপটপ ঋণের জন্য প্রদেয় সিলিং হবে সর্বোচ্চ ১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা ।

২। কম্পিউটার/ল্যাপটপ ঋণ প্রাপ্তির শর্ত।—

(২) কম্পিউটার/ল্যাপটপ ক্রয়ের ১ (এক) মাসের মধ্যে কম্পিউটার/ল্যাপটপ ক্রয়ের রশিদ দাখিল করতে হবে, অন্যথায় গৃহীত ঋণের যাবতীয় অর্থ পরিশোধ করতে হবে;

(৩) কোনো কর্মচারী একবার কম্পিউটার ঋণ গ্রহণের পর তা পরিশোধের পর কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বছর অতিক্রান্ত না হলে পরে পুনরায় কম্পিউটার/ল্যাপটপ ঋণের জন্য আবেদন করতে পারবেন না।

৩। কম্পিউটার/ল্যাপটপ ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া।— (১) কম্পিউটার/ল্যাপটপ ঋণ গ্রহণে ইচ্ছুক আবেদনকারীর আবেদনের প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ এ নীতিমালার অনুচ্ছেদ-খ এর ১ এ বর্ণিত ঋণ প্রাপ্তির সিলিং, অনুচ্ছেদ-৩ এ বর্ণিত যোগ্যতা, অনুচ্ছেদ-খ এর ২ এ বর্ণিত শর্তাবলি বিবেচনায় নিয়ে কর্তৃপক্ষ ঋণ অনুমোদন করবে এবং ঋণ পরিশোধের চূড়ান্তকৃত সিডিউল প্রস্তুত করবে;

(২) কম্পিউটার/ল্যাপটপ ঋণের জন্য কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত ফরম-খ অনুযায়ী আবেদন করতে হবে।

৪। কম্পিউটার/ল্যাপটপ ঋণ পরিশোধের মেয়াদঃ কম্পিউটার/ল্যাপটপ ঋণের ক্ষেত্রে: (১) ঋণ পরিশোধের মেয়াদ হবে সর্বোচ্চ ৩ বছর;

(২) ঋণের অর্থ প্রাপ্তির পরবর্তী মাস থেকে মাসিক ঋণ পরিশোধের কিস্তি আরম্ভ হবে।

মোহাম্মদ জয়নুল বারী

(গ) মোটরসাইকেল ঋণ:

১। মোটরসাইকেল ঋণের সিলিং।— মোটরসাইকেল ঋণের জন্য প্রদেয় সিলিং হবে সর্বোচ্চ ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা।

২। মোটরসাইকেল ঋণ প্রাপ্তির শর্ত।— (১) যে সকল স্থায়ী কর্মচারীর মূল বেতন ১০,০৫০/- (দশ হাজার পঞ্চাশ) টাকা বা তদূর্ধ্ব, তারা মোটর সাইকেল ঋণের জন্য আবেদন করতে পারবেন এবং এ ঋণ সমগ্র চাকুরী জীবনে কেবলমাত্র একবার গ্রহণ করা যাবে;

(২) ঋণ গ্রহণের ১ (এক) মাসের মধ্যে মোটর সাইকেল ক্রয়ের যাবতীয় কাগজপত্রাদি দাখিল করতে ব্যর্থ হলে ঋণ গ্রহণকারীকে গৃহীত ঋণের যাবতীয় অর্থ ফেরত প্রদান করতে হবে;

(৩) মোটর সাইকেল ক্রয়ের পর অবশ্যই তার নিজ নামে রেজিষ্ট্রেশন ও কম্পপ্রিহেনসিভ বীমা করতে হবে এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত রেজিষ্ট্রেশন ফি, বীমা ও অন্যান্য খরচ নিজ তহবিল থেকে বহন করতে হবে;

(৫) মোটর সাইকেল ক্রয়ের পর ঋণ গ্রহণকারীকে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে ক্যাশমেমো, রেজিস্ট্রেশন ও বীমা (Insurance) সংক্রান্ত কাগজপত্রের কপি কর্তৃপক্ষে দাখিল করতে হবে।

৩। মোটরসাইকেল ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া।— (১) মোটরসাইকেল ঋণ গ্রহণে ইচ্ছুক আবেদনকারীর আবেদনের প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ এ নীতিমালার অনুচ্ছেদ-গ এর ১ এ বর্ণিত ঋণ প্রাপ্তির সিলিং, অনুচ্ছেদ-৩ এ বর্ণিত যোগ্যতা, অনুচ্ছেদ-গ এর ২ এ বর্ণিত শর্তাবলি এবং ঋণ মঞ্জুরীর সুপারিশ কমিটি'র প্রস্তাবনা বিবেচনায় নিয়ে কর্তৃপক্ষ মোটরসাইকেল ঋণ অনুমোদন করবে এবং ঋণ পরিশোধের চূড়ান্তকৃত সিডিউল প্রস্তুত করবে;

(২) মোটরসাইকেল ঋণের জন্য কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত ফরম-গ অনুযায়ী আবেদন করতে হবে।

৪। মোটরসাইকেল ঋণ পরিশোধের মেয়াদঃ মোটরসাইকেল ঋণের ক্ষেত্রে: (১) ঋণ পরিশোধের মেয়াদ হবে সর্বোচ্চ ৫ বছর;

(২) ঋণের অর্থ প্রাপ্তির পরবর্তী মাস থেকে মাসিক ঋণ পরিশোধের কিস্তি আরম্ভ হবে।

মোহাম্মদ জয়নুল বারী 12 FEB 2026

ফরম-ক (গৃহনির্মাণ ঋণের আবেদন)

১. আবেদনকারীর নাম

২. পিতা/ স্বামীর নাম

৩. ঠিকানাঃ (ক) বর্তমান

(খ) স্থায়ী

৪. (ক) বর্তমান পদবী

(খ) বর্তমান বেতন স্কেল

৫. বেতন সংক্রান্ত তথ্য:

(ক) মূল বেতন

(খ) মোট বেতন

(গ) অন্যান্য ভাতাদি (লাঞ্চভাতা ও অন্যান্য)

৬. (ক) চাকুরিতে যোগদানের তারিখ:

(খ) পদবী

৭. (ক) চাকুরিতে স্থায়ীকরণের তারিখ:

(খ) জন্ম তারিখ:

(গ) পি.আর.এল তারিখ :

৮. (১) প্রার্থীত ঋণের পরিমাণ: (২) প্রার্থীত ঋণের মেয়াদ:

৯. প্রার্থীত ঋণের উদ্দেশ্য :

১০. বিভাগীয় শৃংখলাজনিত মোকদ্দমা অনিষ্পন্ন থাকলে মামলা নম্বর ও তারিখ :

১১. গৃহনির্মাণের ক্ষেত্রে নকশা অনুমোদনের তারিখ ও অনুমোদন কর্তৃপক্ষ :

১২. অনুমোদন অনুসারে নির্মিতব্য / নিমার্ণাধীন বাড়ির প্লিন্থ এরিয়া :

১৩. নির্মিতব্য নির্মাণাধীন বাড়ির অনুমোদিত প্লিন্থ এরিয়ার অংশ বিশেষ নির্মাণ করতে চাইলে তার এরিয়া এবং বিবরণ :

১৪. ফাউন্ডেশনের ধরন (ব্রিক / আর.সি.সি / সেমি পাকা) :

১৫. প্রাক্কলন অনুসারে মোট নির্মাণ ব্যয় :

১৬. নির্মাণ কাজ সম্পন্নের জন্য প্রাক্কলিত ব্যয়ের অতিরিক্ত অর্থ প্রয়োজন হলে তার পরিমাণ :

১৭. অতিরিক্ত অর্থের উৎস সম্পর্কে ঘোষণা :

১৮. পূর্বে গৃহীত গৃহ নির্মাণ ঋণ সংক্রান্ত তথ্য :

(ক) মোট মঞ্জুরীকৃত টাকার পরিমাণ :

(খ) মোট উত্তোলিত টাকার পরিমাণ ও উদ্দেশ্য :

(গ) সর্বশেষ গৃহীত ঋণের উদ্দেশ্য ও তারিখসহ উত্তোলিত টাকার পরিমাণ :

(ঘ) নির্মাণের জন্য গৃহীত ঋণ দ্বারা সম্পাদিত কাজের বিস্তারিত বিবরণ :

(ঙ) জমি ক্রয়ের ক্ষেত্রে গৃহীত ঋণের বিপরীতে ব্যাংকের অনুকূলে বন্ধক সম্পাদন হয়েছে কিনা

(চ) জমির বন্ধক না হলে জামিনদারের নাম, পদবী ও বর্তমান কর্মস্থল :

(ছ) জমি বন্ধক সম্পাদন করা হলে জমির তফসিল ও পত্র যোগাযোগের ঠিকানা :

(জ) জমির তফসিল : (অ) জমি ক্রয়ের ক্ষেত্রে :

জেলা	থানা	মৌজা	খতিয়ান নং	দাগ নং	জমির পরিমাণ

মোহাম্মদ জয়নুল বারী

(আ) নির্মাণাধীন বাড়ি/ ফ্ল্যাটের পত্র যোগাযোগের ঠিকানা:

বাড়ির হোল্ডিং নম্বর	ফ্ল্যাট নং (ফ্লোর নং সহ)	সড়ক নং	সেক্টর/গ্রাম/মহল্লা	ডাকঘর	থানা	জেলা

১৯. গৃহ নির্মাণ ঋণ ব্যতিত অন্যান্য ঋণের প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস (ঋণের প্রকার ও সংযুক্তির সংক্ষিপ্ত উল্লেখসহ):

২০. (ক) গৃহীত অন্যান্য ঋণের বিবরণ (বেতন শাখা/ বেতন প্রদানকারীর প্রত্যয়নপত্রসহ):

(১) কর্তৃপক্ষ থেকে প্রদত্ত ঋণ:

(২) সাধারণ ভবিষ্য তহবিল অগ্রিম:

(৩) গৃহ নির্মাণ ঋণ:

(৪) কম্পিউটার ঋণ:

(৫) ব্যক্তিগত ঋণ:

(৬) অন্যান্য:

(খ) মাসিক বেতন হইতে কর্তনের পরিমাণ :

(১) কর্তৃপক্ষ থেকে প্রদত্ত ঋণ:

(২) সাধারণ ভবিষ্য তহবিল অগ্রিম:

(৩) গৃহ নির্মাণ ঋণ:

(৪) কম্পিউটার ঋণ:

(৫) ব্যক্তিগত ঋণ:

(৬) অন্যান্য:

২১. আবেদনে বর্ণিত ঋণের মাসিক কিস্তি নির্ধারণ প্রস্তাব : (কিছু উল্লেখ করা না হলে বাড়ি ভাড়া ভাতা/সিলিং হবে মাসিক কিস্তি)

২২. স্বামী/স্ত্রী উভয়েই চাকুরিজীবী হলে আবেদনকারী ব্যতীত অন্যজন গৃহনির্মাণ ঋণ গ্রহণ করেছেন কিনা সে বিষয়ে তথ্য:

২৩. অতিরিক্ত কোনো তথ্য জ্ঞাতব্য থাকলে তা উল্লেখ করতে হবে :

আমি এ মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, উল্লিখিত তথ্যাবলী সম্পূর্ণ সত্য। আমি আরও প্রতিজ্ঞা করছি যে, প্রার্থীত ঋণ মঞ্জুর করা হলে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত শর্ত ও নিয়মাবলী আমি পালন করতে বাধ্য থাকবো। পরিবেশিত তথ্যাবলী এবং এতৎসঙ্গে দাখিলকৃত কাগজপত্রে ভুল ত্রুটি প্রমাণ হলে তার দায় দায়িত্ব আমার উপর বর্তাবে এবং আমার আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

তারিখ :

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: ভুল তথ্য সম্বলিত ও অসম্পূরণ আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।)

আবেদনের সাথে যে সকল কাগজপত্র দেয়া হবে তার তালিকা সংযুক্ত করতে হবে।

যে সকল অনুচ্ছেদ আবেদনকারীর ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয়, সে সকল অনুচ্ছেদের বিপরীতে "প্রযোজ্য নয়" লিখতে হবে। প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ/তথ্যাদি/ব্যাখ্যা আবেদনের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। গৃহ নির্মাণ ঋণের গ্রুপ ভিত্তিক আবেদনের ক্ষেত্রে গ্রুপের সদস্যগণ এককভাবে/ব্যক্তিগতভাবে এ ফর্ম পূরণ করে একত্রে জমা করতে হবে।

মোহাম্মদ জয়নুল বারী 12 FEB 2024

ফরম-খ (কম্পিউটার/ল্যাপটপ ঋণের আবেদন)

১. আবেদনকারীর নাম

২. পিতা/ স্বামীর নাম

৩. ঠিকানাঃ (ক) বর্তমান (খ) স্থায়ী

৪. (ক) বর্তমান পদবী (খ) বর্তমান বেতন স্কেল

৫. বেতন সংক্রান্ত তথ্য: (ক) মূল বেতন (খ) মোট বেতন

(গ) অন্যান্য ভাতাদি (লাঞ্চভাতা ও অন্যান্য)

৬. (ক) চাকুরিতে যোগদানের তারিখ: (খ) পদবী

৭. (ক) চাকুরিতে স্থায়ীকরণের তারিখ: (খ) জন্ম তারিখ: (গ) পি.আর.এল তারিখ :

৮. (১) প্রার্থীত ঋণের পরিমাণ: (২) প্রার্থীত ঋণের মেয়াদ:

৯. প্রার্থীত ঋণের উদ্দেশ্য :

১০. বিভাগীয় শৃংখলাজনিত মোকদ্দমা অনিষ্পন্ন থাকলে মামলা নম্বর ও তারিখ :

১১. আবেদনকৃত ঋণের প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস (ঋণের প্রকার ও সংযুক্তির সংক্ষিপ্ত উল্লেখসহ):

১২. (ক) গৃহীত অন্যান্য ঋণের বিবরণ (বেতন শাখা/ বেতন প্রদানকারীর প্রত্যয়নপত্রসহ) :

(১) কর্তৃপক্ষ থেকে প্রদত্ত ঋণ:

(২) সাধারণ ভবিষ্য তহবিল অগ্রিম:

(৩) গৃহ নির্মাণ ঋণ:

(৪) কম্পিউটার ঋণ:

(৫) ব্যক্তিগত ঋণ:

(৬) অন্যান্য:

(খ) মাসিক বেতন হইতে কর্তনের পরিমাণ :

(১) কর্তৃপক্ষ থেকে প্রদত্ত ঋণ:

(২) সাধারণ ভবিষ্য তহবিল অগ্রিম:

(৩) গৃহ নির্মাণ ঋণ:

(৪) কম্পিউটার ঋণ:

(৫) ব্যক্তিগত ঋণ:

(৬) অন্যান্য:

১৩. আবেদনে বর্ণিত ঋণের মাসিক কিস্তি নির্ধারণ প্রস্তাব : (কিছু উল্লেখ করা না হলে বাড়ি ভাড়া ভাতা/সিলিং হবে মাসিক কিস্তি)

১৪. স্বামী/স্ত্রী উভয়েই চাকুরিজীবী হলে আবেদনকারী ব্যতীত অন্যজন ঋণ গ্রহণ করেছেন কিনা সে বিষয়ে তথ্য:

১৫. অতিরিক্ত কোনো তথ্য জ্ঞাতব্য থাকলে তা উল্লেখ করতে হবে :

আমি এ মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, উল্লিখিত তথ্যাবলী সম্পূর্ণ সত্য। আমি আরও প্রতিজ্ঞা করছি যে, প্রার্থীত ঋণ মঞ্জুর করা হলে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত শর্ত ও নিয়মাবলী আমি পালন করতে বাধ্য থাকবো। পরিবেশিত তথ্যাবলী এবং এতৎসঙ্গে দাখিলকৃত কাগজপত্রে ভুল ত্রুটি প্রমাণ হলে তার দায় দায়িত্ব আমার উপর বর্তাবে এবং আমার আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

তারিখ :

(বিশেষ দ্রষ্টব্য : ভুল তথ্য সম্বলিত ও অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।)

আবেদনের সাথে যে সকল কাগজপত্র দেয়া হবে তার তালিকা সংযুক্ত করতে হবে। যে সকল অনুচ্ছেদ আবেদনকারীর ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয়, সে সকল অনুচ্ছেদের বিপরীতে "প্রযোজ্য নয়" লিখতে হবে। প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ/তথ্যাদি/ব্যাখ্যা আবেদনের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

মোহাম্মদ জয়নুল বারী

ফরম-গ (মোটরসাইকেল ঋণের আবেদন)

১. আবেদনকারীর নাম

২. পিতা/ স্বামীর নাম

৩. ঠিকানাঃ (ক) বর্তমান (খ) স্থায়ী

৪. (ক) বর্তমান পদবী (খ) বর্তমান বেতন স্কেল

৫. বেতন সংক্রান্ত তথ্য: (ক) মূল বেতন (খ) মোট বেতন

(গ) অন্যান্য ভাতাদি (লাঞ্চভাতা ও অন্যান্য)

৬. (ক) চাকুরিতে যোগদানের তারিখ: (খ) পদবী

৭. (ক) চাকুরিতে স্থায়ীকরণের তারিখ: (খ) জন্ম তারিখ: (গ) পি.আর.এল তারিখ :

৮. (১) প্রার্থীত ঋণের পরিমাণ: (২) প্রার্থীত ঋণের মেয়াদ:

৯. প্রার্থীত ঋণের উদ্দেশ্য :

১০. বিভাগীয় শৃংখলাজনিত মোকদ্দমা অনিষ্পন্ন থাকলে মামলা নম্বর ও তারিখ :

১১. আবেদনকৃত ঋণের প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস (ঋণের প্রকার ও সংযুক্তির সংক্ষিপ্ত উল্লেখসহ):

১২. (ক) গৃহীত অন্যান্য ঋণের বিবরণ (বেতন শাখা/ বেতন প্রদানকারীর প্রত্যয়নপত্রসহ) :

(১) কর্তৃপক্ষ থেকে প্রদত্ত ঋণ:

(২) সাধারণ ভবিষ্য তহবিল অগ্রিম:

(৩) গৃহ নির্মাণ ঋণ:

(৪) কম্পিউটার ঋণ:

(৫) ব্যক্তিগত ঋণ:

(৬) অন্যান্য:

(খ) মাসিক বেতন হইতে কর্তনের পরিমাণ :

(১) কর্তৃপক্ষ থেকে প্রদত্ত ঋণ:

(২) সাধারণ ভবিষ্য তহবিল অগ্রিম:

(৩) গৃহ নির্মাণ ঋণ:

(৪) কম্পিউটার ঋণ:

(৫) ব্যক্তিগত ঋণ:

(৬) অন্যান্য:

১৩. আবেদনে বর্ণিত ঋণের মাসিক কিস্তি নির্ধারণ প্রস্তাব : (কিছু উল্লেখ করা না হলে বাড়ি ভাড়া ভাতা/সিলিং হবে মাসিক কিস্তি)

১৪. স্বামী/স্ত্রী উভয়েই চাকুরিজীবী হলে আবেদনকারী ব্যতীত অন্যজন ঋণ গ্রহণ করেছেন কিনা সে বিষয়ে তথ্য:

১৫. অতিরিক্ত কোনো তথ্য জ্ঞাতব্য থাকলে তা উল্লেখ করতে হবে :

আমি এ মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, উল্লিখিত তথ্যাবলী সম্পূর্ণ সত্য। আমি আরও প্রতিজ্ঞা করছি যে, প্রার্থীত ঋণ মঞ্জুর করা হলে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত শর্ত ও নিয়মাবলী আমি পালন করতে বাধ্য থাকবো। পরিবেশিত তথ্যাবলী এবং এতৎসঙ্গে দাখিলকৃত কাগজপত্রে ভুল ত্রুটি প্রমাণ হলে তার দায় দায়িত্ব আমার উপর বর্তাবে এবং আমার আবেদন বাতিল বলে গণ্য হবে।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

তারিখ :

(বিশেষ দ্রষ্টব্য : ভুল তথ্য সম্বলিত ও অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।)

মোহাম্মদ জয়নুল বারী
চেয়ারম্যান
12 FEB 2024

আবেদনের সাথে যে সকল কাগজপত্র দেয়া হবে তার তালিকা সংযুক্ত করতে হবে। যে সকল অনুচ্ছেদ আবেদনকারীর ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয়, সে সকল অনুচ্ছেদের বিপরীতে "প্রযোজ্য নয়" লিখতে হবে। প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ/তথ্যাদি/ব্যাখ্যা আবেদনের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

৮। অস্পষ্টতা দূরীকরণ: কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা অর্জন সাপেক্ষে এ নীতিমালার অন্তর্গত আর্থিক বিষয়াদি পরিপালন যোগ্য হবে এবং এ নীতিমালা বাস্তবায়নে কোনো অস্পষ্টতা দেখা দিলে তা কর্তৃপক্ষের সভায় আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হবে।

তফসিল-১

ঘোষণাপত্র

আমি ..... পিতা/স্বামী : ..... এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত/প্রদেয় কর্মচারী ..... ঋণের মাসিক পরিশোধ কিস্তি চাকুরিকালীন আমার মাসিক বেতন হতে কর্তন করার জন্য কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতা প্রদান করলাম। বর্তমানে আমার সাধারণ ভবিষ্য তহবিলে জমাকৃত স্থিতির বিপরীতে কোনো প্রকার অফেরতযোগ্য ঋণ নেই। ভবিষ্যতে উক্ত তহবিলের বিপরীতে অফেরতযোগ্য কোনো প্রকার ঋণ গ্রহণ করবো না এবং আমি সাধারণ ভবিষ্য তহবিলের চাঁদা প্রদান অব্যাহত রাখবো।

০২। আমি আরো ঘোষণা করছি যে, আমার চাকুরি হতে অবসরগ্রহণকালে প্রাপ্য সকল আর্থিক সুবিধার সহিত আমার ঋণ সমন্বয়ের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতা প্রদান করলাম।

০৩। আমি বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের নিম্নোক্ত কর্মচারীদ্বয়ের (সাক্ষীস্বরূপ) সাক্ষাতে এ ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করলাম:

স্বাক্ষীগণ :

১। স্বাক্ষর

নাম :

পদবী :

বিভাগ/অনুবিভাগের নাম:

২। স্বাক্ষর

নাম :

পদবী :

বিভাগ/অনুবিভাগের নাম:

আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ

নাম :

পদবী :

মোহাম্মদ জয়নুল বারী
চেয়ারম্যান
বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ

12 FEB 2024

বিভাগ/অনুবিভাগের নাম:

নিয়ন্ত্রণকারীর প্রতিস্বাক্ষর

(সীলমোহর ও তারিখসহ)

তফসিল-২

অঙ্গীকার ও মনোয়ন

আমি ..... পিতা/স্বামী : ..... এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের চাকুরি হতে অবসর গ্রহণকালে অবসর সুবিধা বাবদ প্রাপ্য যাবতীয় আর্থিক সুবিধাদি (আর্থিক সুবিধাদি বলতে সিপিএফ/পেনশন, সাধারণ ভবিষ্য তহবিল, আনুতোষিক ও অন্যান্য প্রাপ্তি ইত্যাদি) হতে ঋণের অনাদায়ী স্থিতি এককালীন সমন্বয় করতে পারবেন। এরূপ অঙ্গীকার আমার অবর্তমানে আমার জামিনদার/নমিনী(গণ) এর উপরও বর্তাবে।

০২। ঋণের সমুদয় পাওনা পরিশোধ হওয়ার পূর্বে আমার মৃত্যু হলে আমার নিম্নবর্ণিত জামিনদার/নমিনী(গণ) ঋণের সমুদয় পাওনা পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের নিকট দায়বদ্ধ থাকবেন। কর্তৃপক্ষের পাওনা টাকা সম্পূর্ণ পরিশোধ করার নিমিত্ত বর্ণিত জামিনদার/নমিনী(গণ)-এর স্বাক্ষর নিয়ে সত্যায়িত করা হলো।

নমিনী (গণ) :

ক্রমিক নং	জামিনদার/নমিনীর নাম	বয়স	সম্পর্ক	মনোনীত অংশ (%)
১.				
২.				
৩.				
৪.				

০৩। আমি স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে কারো দ্বারা প্ররোচিত না হয়ে অত্র অঙ্গীকার ও মনোনয়নপত্রে নিম্নোক্ত সাক্ষীগণের সম্মুখে অদ্য ..... তারিখে স্বাক্ষর করলাম।

স্বাক্ষীগণ :

১। স্বাক্ষর

নাম :

পদবী :

বিভাগ/অনুবিভাগের নাম:

২। স্বাক্ষর

নাম :

পদবী :

বিভাগ/অনুবিভাগের নাম:

জামিনদার/নমিনী(গণের) স্বাক্ষর: (একাধিক হলে ক্রমানুসারে) পাসপোর্ট আকারের ছবি সহ)

জামিনদার/নমিনী(গণের) পাসপোর্ট আকারের সত্যায়িত ছবি

সত্যায়িত

ঋণ গ্রহীতার স্বাক্ষর:

12 FEB 2024

মোহাম্মদ জয়নুল বারী